[২০১৯] ১১ এস. সি. আর. ৭৯২
এম/এস এন রামচন্দ্র রেড্ডি
বনাম
তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্যরা
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৬৭৩)
২৮শে আগস্ট ,২০১৯
[আব্দুল নাজির এবং আর সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

দরপত্রঃ

রাস্তা নির্মাণের জন্য দরপত্র – দরপত্রের শর্ত অনুসারে দরদাতা মালিকানাধীন 'ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট' কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে – আপিলকারীকে অভিপ্রায় পত্র জারি – অন্য দরদাতা (উত্তরদাতা নং ৪) কর্তৃক আপিলকারীর ক্ষেত্রে দূরত্বের সঠিকতা নিয়ে আপত্তি – যাচাইকরণ প্রতিবেদনে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকৃত দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং বিকল্প পথ থেকে ৯৯.৯০ কিলোমিটার খুঁজে পান – প্রতিবেদনের ফলাফল আবারও উত্তরদাতা নং ৪ কর্তৃক প্রশ্নবিদ্ধ – অন্য এখতিয়ারের অন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক অন্য যাচাইকরণ প্রতিবেদনে দূরত্ব ৯৮.১ কিলোমিটার পাওয়া যায় – আপিলকারীর পক্ষে দরপত্র চূড়ান্ত – রিট পিটিশন – হাইকোর্টের একক বিচারক পিটিশন খারিজ করেন – রিট আপিলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আপিল মঞ্জুর করে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বিকল্প পথ থেকে দূরত্বের বিবরণ দেওয়ার প্রতিবেদনে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং বলে যে এখতিয়ার বহির্ভূত প্রকৌশলীর পরবর্তী প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা যায় না – সুপ্রিম কোর্টে আপিল – স্থির করে: বিকল্প পথ থেকে দূরত্বের উল্লেখ করে প্রথম প্রতিবেদনে কিছুই ভুল নেই – যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে, ভিন্ন অগ্রাধিকারের একজন স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া ন্যায্য ছিল – দরপত্র কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদ্ধতি ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা:

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি – চুক্তি ও দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে – স্থির করে: চুক্তি/দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদালত আপিল আদালত হিসাবে বসতে পারে না – এই ধরনের ক্ষমতা তখনই চাওয়া হয় যদি পদ্ধতিটি স্বেচ্ছাচারী বা বিদ্বেষপূর্ণ হয় অথবা গৃহীত পদ্ধতিটি কাউকে অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হয়।

লেটার্স পেটেন্টঃ

আন্তঃ-আদালত আপিল – আদালতের ক্ষমতা – পরিধি – স্থির করে: আপিল বেঞ্চ একক বিচারকের রায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবে না যতক্ষণ না সেই রায়কে ভ্রান্ত বলে গণ্য করা হয়।

ভারতীয় সংবিধান:

ধারা ১৩৬ – অধীন এখতিয়ার – প্রকৃতি – স্থির করে: ধারা ১৩৬-এর অধীন এখতিয়ার আইনের মীমাংসার জন্য সংশোধনমূলক এখতিয়ার।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করে: ১.১ প্রশ্নযুক্ত কাজের শর্ত, যা অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হবে, থেকে স্পষ্ট যে দরদাতাকে কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি 'হট মিক্স প্ল্যান্ট'-এর মালিক হতে হবে। দরপত্রের শর্তাবলীর ২২.৬ ধারা অনুসারে, দরপত্রের প্রথম অংশের মূল্যায়নের ফলাফল ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমে প্রকাশ করা হবে, যার পরে পাঁচ কার্যদিবসের সময় থাকবে, যার মধ্যে যেকোনো দরদাতা অভিযোগ জমা দিতে পারে, যা দরপত্রের দ্বিতীয় অংশ খোলার আগে বিবেচনা করা হবে। একবার অভিযোগ দায়ের করা হলে, সেই অভিযোগ কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত নেই। [অনুচ্ছেদ ২৯] [৮০৪-জি; ৮০৫-এ-বি]

১.২.বর্তমান ক্ষেত্রে, নথিভুক্ত উপাদান থেকে স্পষ্ট যে, যখন চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক দরপত্রের প্রথম অংশের মূল্যায়নের পর একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়, তখন প্রথমত, ওয়ারাঙ্গালের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ৩০.০৫.২০১৮ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়, যাতে বলা হয় যে আপিলকারী কর্তৃক প্রদত্ত পথ অনুসারে দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং বিকল্প পথ থেকে পরিমাপ করলে তা ৯৯.৯০ কিলোমিটার হয়। আপিলকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হল যে বিকল্প পথ থেকে দূরত্ব পরিমাপের জন্য তারা কোনো অনুরোধ করেনি। দূরত্বের তারতম্যের কারণে, তার পূর্ববর্তী প্রতিবেদন থেকে মনে হয়, প্রধান প্রকৌশলী করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে যাচাই করে প্রতিবেদন দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তার ০৪.০৭.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলীকে জানান যে তিনি 'ওডোমিটার' থেকে দূরত্ব পরিমাপ করেছেন এবং হট মিক্স প্ল্যান্ট এবং কাজের শেষ প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব ৯৮.১ কিলোমিটার ছিল। উক্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে,

আপিলকারীর দরপত্র খোলা হয় এবং নথি থেকে স্পষ্ট যে আপিলকারীর প্রস্তাব চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর উদ্ধৃত হারের চেয়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা কম। [অনুচ্ছেদ ২৯] [৮০৫ বি-ই]

১.৩ দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে আপিলকারীর একটি 'হট মিক্স প্ল্যান্ট'-এর মালিকানা নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। তার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হল যে উক্ত হট মিক্স প্ল্যান্টের অবস্থান শর্তানুসারে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যেই। এটা সত্য যে যখন চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক একটি অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন দেখা যায় যে একটি পথ থেকে দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং অন্য পথ থেকে ৯৯.৯০ কিলোমিটার। ওয়ারাঙ্গালের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ৩০.০৫.২০১৮ তারিখে দাখিল করা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বিকল্প পথ থেকে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটারের কম। বিকল্প পথ থেকে দূরত্বের উল্লেখ করে প্রথম প্রতিবেদনে কিছুই ভুল নেই। প্রতিবেদনে এই ধরনের অসঙ্গতি থাকায়, প্রধান প্রকৌশলী আরও একজন স্বাধীন কর্তৃপক্ষ, করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন চেয়েছেন, যিনি পুনরায় যাচাইয়ের পর ০৪.০৭.২০১৮ তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে দূরত্ব মাত্র ৯৮.১ কিলোমিটার। [অনুচ্ছেদ ৩২, ৩৩] [৮০৬-বি ডি]

১.৪.দরপত্রের শর্তাবলীর ২২.৬ ধারার অধীনে কোনো দরদাতা কর্তৃক কোনো অভিযোগ দাখিল করা হলে যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতির অভাবে, প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অর্থাৎ করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া ন্যায্য ছিল। প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের পদ্ধতি ন্যায্য ছিল এবং এটিকে অবৈধ বা স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে ভুল করেছে যে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া পদ্ধতি অনুসারে ছিল না। [অনুচ্ছেদ ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪] [৮০৬-ই-জি]

পোদ্দার স্টিল কর্পোরেশন বনাম গণেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (১৯৯১) ৩ এস. সি. সি. ২৭৩: [১৯৯১] ২ এস. সি. আর. ৬৯৬; বি. এস. এন. যোশী ও 'সোয়ন্স লিমিটেড বনাম এনমেয়ার কোল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ১১ এস. সি. সি. ৫৪৮: [২০০৬] ৮ সম্পূরক এস. সি. আর. ১১; বকশী সিকিউরিটি

এবং পার্সোনেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম দেবকিশন কম্পিউটড প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ৮ এস. সি. সি ৪৪৬: [২০১৬] ৩ এস. সি. আর ৩১০; সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম এস. এল. এল-এস. এম. এল এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ৮ এস. সি. সি ৬২২: [২০১৬] ৪ এস. সি. আর ৮৯০-বিশিষ্ট।

২.১. রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত/পদক্ষেপ অবশ্যই ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, চুক্তি ও দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদালত আপিল আদালত হিসাবে বসতে পারে না। বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়, যদি দৃষ্টিভঙ্গি স্বেচ্ছাচারী বা দুর্বোধ্য হয় বা গৃহীত পদ্ধতিটি কারও পক্ষে হয়। সুযোগটি কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সিদ্ধান্তের গুণাবলী নয়। [অনুচ্ছেদ ৩৫, ৩৭] [৮০৭-এ-বি, ডি]

২.২.বর্তমান ক্ষেত্রে দরপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিটি ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত। কোনও নির্দিষ্ট দুর্বোধ্যতার অভাবে এবং দরপত্রের কোনও প্রয়োজনীয় শর্ত থেকে ছাড় দেওয়ার অভাবে, কর্তৃপক্ষগুলি তাদের কর্তৃত্বের মধ্যে কাজ করেছে, এটিকে শিথিলকরণ বা দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ৩৯] [৮০৭-এফ]

টাটা সেলুলার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৯৪) (৬) এস. সি. সি ৬৫১: [১৯৯৪] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২২; এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৬) (১৬) এস. সি. সি ৮১৮: [২০১৬] ৩ এস. সি. আর ৫৫১; কনসোর্টিয়াম অফ টিটাগড় ফায়ার্মা অ্যাডলার বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (এন. এম. আর. সি. এল) (২০১৭) (৭) এস. সি. সি ৪৮৬: [২০১৭] ৫ এস. সি. আর ৩৩৭; মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, উজ্জয়িনী এবং আরেকজন বনাম বি. ভি. জি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৮) (৫) এস. সি. সি ৪৬২: [২০১৮] ৬ এস. সি. আর ৮৬১-এর উপর নির্ভরশীল।

রৌনাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম আই. ভি. আর কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড (১৯৯৯) (১) এস. সি. সি. ৪৯২: [১৯৯৮] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৪২১; দ্য সিলপ্পি কনস্ট্রাকশনস কন্ট্রাক্টরস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং এ. এন. আর. ইত্যাদি। (২০১৯) (১১) স্কেল ৫৯২ - উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.আন্তঃ আদালতের আপিলে আপিল বেঞ্চ যদি এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছয় যে, একক বিচারপতির সিদ্ধান্তগুলি বিকৃত, তা হলে তা তাতে ব্যাঘাত ঘটাবে না। [অনুচ্ছেদ ৪৩] [৮০৮-এফ]

নরেন্দ্র অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম নরেন্দ্র অ্যান্ড কোম্পানির শ্রমিক (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ৩৪০: [২০১৬] ১ এস. সি. আর ৫৯৭-এর উপর নির্ভরশীল।

৪.ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা হল' আইন 'নিষ্পত্তি করার জন্য সংশোধনমূলক এখতিয়ার। যেহেতু বর্তমান মামলার বিষয়টি আঞ্চলিক এখতিয়ারের কঠোর নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত নয়, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন থাকা, ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। [অনুচ্ছেদ ৪২] [৮০৮-সি, ই]

প্রীতম সিং বনাম রাজ্য এআইআর ১৯৫০ এসসি ১৬৯: [১৯৫০] এসসিআর ৪৫৩; পেনু বালকৃষ্ণ আইয়ার ও অন্যান্যরা বনাম আরিয়া এম রামস্বামী আইয়ার ও অন্যান্যরা এআইআর ১৯৬৫ এসসি ১৯৫: [১৯৬৪] এসসিআর ৪৯; শেখ আলী হোসেন ও অন্যান্যরা বনাম শেখ শওকত আলী ও আরেকজন (২০০৮) ৮ এসসিসি ১৮০: [২০০৮] ৮ এসসিআর ৮৬৭ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৮] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৪২১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
২০১৯ (১১) স্কেল ৫৯২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৯৪] ২ সম্পূরক এসসিআর ১২২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০১৬] ৩ এসসিআর ৫৫১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
[২০১৭] ৫ এসসিআর ৩৩৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৭
[২০১৮] ৬ এসসিআর ৮৬১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮
[১৯৯১] ২ এসসিআর ৬৯৬	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪০
[২০০৬] ৮ সম্পূরক এসসিআর ১১	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪০
[২০১৬] ৩ এসসিআর ৩১০	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪০
[২০১৬] ৪ এসসিআর ৮৯০	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ৪০
[১৯৫০] এসসিআর ৪৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৩
[১৯৬৪] এসসিআর ৪৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৩
[২০০৮] ৮ এসসিআর ৮৬৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬৬৭৩।

২০১৯ সালের ১৫৩ নং রিট আপিলে হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য হাইকোর্টের ১৩.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে বি. আদিনারায়ণ রাও, প্রবীণ আইনজীবী., সুমন্ত নুকালা, প্রবীণ রেড্ডি, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে আর বসন্ত, প্রবীণ আইনজীবী., এস উদয় কুমার সাগর, শ্রীমতি স্বাতী ভরদ্বাজ, সাদিনেনি রবি কুমার, এম সুধীর কুমার, আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

আর. সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতি.

১.অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. এই দেওয়ানি আপিলটি রিট আপিল নম্বর ১৫৩/২০১৯-এর চতুর্থ উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে, যা ১৩.০৩.২০১৯ তারিখে তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে, যা লেটার্স পেটেন্টের ১৫ নং ধারার অধীনে দায়ের করা আন্তঃ-আদালত আপিল মঞ্জুর করে।

৩. এখানকার চতুর্থ উত্তরদাতা তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের রিট পিটিশন নম্বর ২৩৫০১/২০১৮-এর রিট আবেদনকারী ছিলেন, যেখানে তিনি "তেলেঙ্গানা রাজ্যের মাহবুবাবাদ জেলার গুজেদ থেকে বুদ্দাগুড়া পর্যন্ত বিটি রাস্তা নির্মাণ" কাজের বরাতকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা রিট পিটিশনটি বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক ২৫.০২.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে লেটার্স পেটেন্টের ১৫ নং ধারার অধীনে লেটার্স পেটেন্ট আপিল দায়ের করা হয়েছিল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ১৩.০৩.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে আন্তঃ-আদালত আপিল মঞ্জুর করে, যে আদেশটি এই আপিলে প্রশ্নবিদ্ধ।

৪. এই আপিল নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

প্রথম উত্তরদাতা তেলেঙ্গানা রাজ্যের সড়ক ও ভবন বিভাগ ২১.০৪.২০১৮ তারিখে "তেলেঙ্গানা রাজ্যের মাহবুবাবাদ জেলার গুজেদ থেকে বুদ্দাগুড়া পর্যন্ত বিটি রাস্তা নির্মাণ"-এর জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করে। দরপত্রটি বামপন্থী উগ্রবাদ কবলিত এলাকার (আরসিপিএলডব্লিউইএ) জন্য সড়ক সংযোগ প্রকল্পের স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্টের মাধ্যমে আহ্বান করা হয় - যা জাতীয় গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন সংস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, "ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট"-এর মালিকানার প্রমাণস্বরূপ আরঅ্যান্ডবি বিভাগের জেলা অফিসারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যার ক্ষমতা ১০০-১২০ টিপিএইচ হতে হবে এবং এই ধরনের "ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট" কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে, যার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র নথির প্রাসঙ্গিক প্রকরন ৪.৪ বি(বি) নিম্নরূপ:

"প্রত্যেক দরদাতাকে অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে:

(i) নির্মাণ কাজের জন্য উপলব্ধতা, হয় মালিকানাধীন, অথবা ইজারা বা ভাড়ায়, আইটিবির অ্যাপেন্ডিসেস-এ উল্লিখিত মূল সরঞ্জাম (ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট ব্যতীত), যার মধ্যে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য ফিল্ড ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং আইটিবির অ্যাপেন্ডিসেস-এ উল্লিখিত সরঞ্জাম;

নোট: ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্টের জন্য, জি.ও.আরটি. নং ২১১, টি.আরঅ্যান্ডবি(আর.১)ডেপ্ট., ডিটি.২১-০৪-২০১৮ অনুসারে

(ক) দরদাতাদের অবশ্যই ১০০-১২০ টিপিএইচ ক্ষমতার "ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট"-এর মালিকানার প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে এবং এই ধরনের ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্টটি কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে যার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

(খ) দরদাতাদের আরঅ্যান্ডবি-এর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দাখিল করতে হবে যেখানে এই ধরনের প্ল্যান্ট অবস্থিত এবং আরঅ্যান্ডবি-এর জেলা অফিসাররা রুট ম্যাপ সহ (১) অবস্থান (২) কাজের শেষ প্রান্ত থেকে দূরত্ব এবং (৩) এই ধরনের প্ল্যান্টের মালিকানা পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন করবেন যার জন্য দরদাতারা দরপত্র দিতে ইচ্ছুক।

(গ) আরঅ্যান্ডবি-এর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দরদাতাদের যোগ্যতা মানদণ্ডের সমর্থনে আপলোড করা এই ধরনের শংসাপত্র/নথিপত্রের সত্যতা দরপত্রের প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চূড়ান্ত করার আগে নিশ্চিত করবেন।"

৫. দরপত্র নথিতে দুটি অংশ ছিল, প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যথাক্রমে কারিগরি দরপত্র ও মূল্য দরপত্র।

৬. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দরদাতাদের দুটি প্রস্তাব ছিল অর্থাৎ এখানকার চতুর্থ উত্তরদাতা এবং আপিলকারীর। কারিগরি দরপত্র ১৮.০৫.২০১৮ তারিখে বিকেল ৪:০০ টায় খোলা হয়েছিল এবং যেহেতু চতুর্থ উত্তরদাতা এবং আপিলকারী কারিগরি দরপত্রে যোগ্য ছিলেন, তাই দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ মূল্য দরপত্র ৩১.০৫.২০১৮ তারিখে বিকেল ৩:০০ টায় খোলা হয়েছিল।

৭. মূল্য দরপত্রে, এখানকার চতুর্থ উত্তরদাতা ৩১,৫১,২৭,৮৬৫.৮২ টাকার ব্যয়ে কাজটি সম্পাদনের প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে আপিলকারী কাজটি সম্পাদনের জন্য ৩১,৩১,৬৯,৪২৭.০৪ টাকার প্রস্তাব করেছিলেন। যেহেতু আপিলকারীর প্রস্তাব সর্বনিম্ন ছিল, তাই আপিলকারীকে অভিপ্রায় পত্র জারি করা হয়েছিল।

৮. দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, এখানকার আপিলকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও ভবন বিভাগ, মাহবুবাবাদ বিভাগ কর্তৃক জারি করা নথি দাখিল করেছে, যাতে "ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট" থেকে সাইটের দূরত্ব ৯৯.০৫ কিলোমিটার দেখানো হয়েছে। এই দূরত্বের সঠিকতা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী ১৮.০৫.২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলীর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে, প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরঅ্যান্ডবি সার্কেল, ওয়ারাঙ্গালের কাছ থেকে একটি যাচাইকরণ প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ৩০.০৫.২০১৮ তারিখে দাখিল করা প্রতিবেদন অনুসারে, হট মিক্স প্ল্যান্ট এবং কাজের শেষ প্রান্তের মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার দেখানো হয়েছিল। একই প্রতিবেদনে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গাল, আরও উল্লেখ করেছেন যে যখন বিকল্প পথ থেকে দূরত্ব পরিমাপ করা হয়, তখন হট মিক্স প্ল্যান্ট থেকে কাজের শেষ প্রান্তের প্রকৃত দূরত্ব ৯৯.৯০ কিলোমিটার হয়।

৯. চতুর্থ উত্তরদাতা কর্তৃক আবারও উত্থাপিত দূরত্বের সঠিকতা নিয়ে আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধান প্রকৌশলী ১১.০৬.২০১৮ তারিখের তার চিঠির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরকে আপিলকারীর মালিকানাধীন হট মিক্স প্ল্যান্টের অবস্থান থেকে প্রশ্নযুক্ত সাইটের কাজের শেষ প্রান্তের দূরত্ব যাচাই করার অনুরোধ করেছিলেন।

১০. ০৪.০৭.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগর প্রধান প্রকৌশলীকে জানান যে আপিলকারীর মালিকানাধীন

হট মিক্স প্ল্যান্ট এবং কাজের শেষ প্রান্তের দূরত্ব ৯৮.১ কিলোমিটার।

১১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগর কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলীকে লেখা ০৪.০৭.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে, যেহেতু আপিলকারীর মালিকানাধীন হট মিক্স প্ল্যান্ট এবং কাজের শেষ প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব ৯৮.১ কিলোমিটার দেখানো হয়েছিল, তাই কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করে এবং আপিলকারীর পক্ষে দরপত্র চূড়ান্ত করে। চতুর্থ উতরদাতা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশন দাখিল করে এর বিরোধিতা করেছে।

১২. হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক রায় দিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট বিদ্বেষের অভাবে, প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক দূরত্বের পুনঃযাচাই অবৈধ নয়। বিজ্ঞ একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যখন দরপত্রের শর্তাবলী দরদাতাকে আপত্তি জানানোর অনুমতি দেয়, যার স্পষ্টতই বিবেচনার প্রয়োজন, তখন প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বারা দরপত্র কর্তৃপক্ষকে তার কাছে দাখিল করা উপাদান পুনঃযাচাই ও পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়। পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যখন চতুর্থ উতরদাতা আপিলকারীর পক্ষে জারি করা শংসাপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে, তখন কর্তৃপক্ষের পুনঃযাচাই করানো এবং একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভুল আরোপ করা যায় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের কোনো অবৈধতা বা স্বেচ্ছাচারিতা না পাওয়ায়, বিজ্ঞ একক বিচারক ২৫.০২.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশন খারিজ করেন।

১৩. যখন উক্ত আদেশ লেটার্স পেটেন্টের ১৫ নং ধারার অধীনে আন্তঃ-আদালত আপিলের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, তখন হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গালের প্রতিবেদনে বিকল্প পথ থেকে দূরত্বের বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি খুঁজে পায়। উপরন্তু, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যখন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গালের প্রতিবেদন গৃহীত হয়নি, তখন প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রতিবেদন চাওয়া উচিত ছিল না। আদেশে বলা হয়েছে যে এখতিয়ার সম্পন্ন প্রকৌশলী হলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গাল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগর নন। আদেশে বলা হয়েছে যে যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের দাখিল করা প্রতিবেদন আইনগতভাবে সঠিক ছিল না, তাই আপিলকারীর পক্ষে দরপত্র চূড়ান্ত করার জন্য তার উপর নির্ভর করা উচিত ছিল না।

১৪. উপরোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে, ডিভিশন বেঞ্চ বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে আন্তঃ-আদালত আপিল মঞ্জুর করে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গাল কর্তৃক দাখিল করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রশ্নযুক্ত কাজটি বরাদ্দের নির্দেশ সহ।

১৫. আমরা আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বি.আদিনারায়ণ রাও, চতুর্থ উতরদাতা/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. বসন্ত এবং রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এস.উদয় কুমার সাগরের বক্তব্য শুনেছি।

১৬. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বি.আদিনারায়ণ রাও যুক্তি দিয়েছেন যে দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, দরদাতাকে ১০০-১২০ টিপিএইচ ক্ষমতার 'ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট'-এর মালিকানার প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে, যা কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে, যার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, দরদাতাদের আরঅ্যান্ডবি বিভাগের জেলা কর্মকর্তাদের জারি করা প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

১৭. এতে কোনো বিরোধ নেই যে আপিলকারীর একটি হট মিক্স প্ল্যান্টের মালিকানা রয়েছে এবং আপিলকারীর অনুরোধে জেলা কর্মকর্তারা একটি শংসাপত্র জারি করেছেন। উক্ত শংসাপত্রটি কারিগরি দরপত্র সংক্রান্ত নথি 'পার্ট এ'-এর সাথে দাখিল করার কথা ছিল।

১৮. দাখিল করা হয়েছে যে, দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, দরপত্রের প্রথম অংশের মূল্যায়নের ফলাফল ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমে প্রকাশ করা হবে, যার পরে পাঁচ কার্যদিবসের সময় থাকবে, যার মধ্যে যেকোনো দরদাতা অভিযোগ জমা দিতে পারে যা দরপত্রের দ্বিতীয় অংশ খোলার আগে সমাধানের জন্য বিবেচনা করা হবে।

১৯. যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে, প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট আরঅ্যান্ডবি বিভাগের জেলা কর্মকর্তা কর্তৃক ১০০ কিলোমিটারের কম দূরত্ব দেখিয়ে একটি শংসাপত্র দাখিল করা হয়েছিল, কিন্তু যখন চতুর্থ উতরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়, তখন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গালের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন চেয়ে যাচাই করা হয়েছিল।

২০. দাখিল করা হয়েছে যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, তার ৩০.০৫.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে প্রত্যয়ন করেছেন যে মূল পথ অনুসারে দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং বিকল্প পথ অনুসারে, গুগল ম্যাপ অনুসারে দূরত্ব ৯৯.৯০ কিলোমিটার।

২১. আরও দাখিল করা হয়েছে যে উক্ত প্রত্যয়ন ছাড়াও, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে একটি স্বাধীন প্রতিবেদনও চাওয়া হয়েছিল,

২১. দাখিল করা হয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্টের প্যারা ২২.৬ এর শর্তানুসারে যখন চতুর্থ উত্তরদাতা কর্তৃক একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়, তখন কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বদা সেই সার্কেল/বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যতীত অন্য কোনো স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়ার সুযোগ থাকে।

২২. বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের দাখিল করা প্রতিবেদন গ্রহণ করে মূল্য দরপত্র খোলা হয়েছিল এবং আপিলকারী ৩১,৩১,৬৯,৪২৭.০৪ টাকার ব্যয়ে কাজটি সম্পাদনের প্রস্তাব করেছে, যেখানে চতুর্থ উত্তরদাতা ৩১,৫১,২৭,৮৬৫.৮২ টাকার প্রস্তাব করেছিল। চতুর্থ উত্তরদাতা কর্তৃক উত্থাপিত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরঅ্যান্ডবি সার্কেল, করিমনগরের কাছ থেকে দূরত্বের পুনঃযাচাই চেয়েছিলেন, যিনি ০৪.০৭.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে, গাড়ির ট্রিপ মিটারের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে মতামত দিয়েছিলেন যে আপিলকারীর হট মিক্স প্ল্যান্ট ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। দাখিল করা হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট বিদ্বেষ না থাকায়, দরপত্র কর্তৃপক্ষ ১০০ কিলোমিটারের কম দূরত্ব নিশ্চিত হওয়ার পরই মূল্য দরপত্র খুলেছিল।

২৩. দাখিল করা হয়েছে যে দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, স্ট্যান্ডার্ড বিডিং নথির অনুচ্ছেদ ২২.৬ এর শর্তানুসারে কোনো দরদাতা কর্তৃক কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত নেই। দাখিল করা হয়েছে যে বিজ্ঞ একক বিচারক ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে সঠিক কাজ করেছেন, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কোনো অবৈধতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ছিল না। দাখিল করা হয়েছে যে বিজ্ঞ একক বিচারকের সুচিন্তিত আদেশে আন্তঃ-আদালত আপিলে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, কোনো বৈধ কারণ উল্লেখ না করে এবং বিতর্কিত আদেশে নথিভুক্ত ফলাফল দরপত্রের শর্তাবলীর পরিপন্থী।

২৪. তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বি. আদিনারায়ণ রাও নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন:

১. টাটা সেলুলার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন।[১]

২. রাউনাক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বনাম আই.ভি.আর কনস্ট্রাকশন লিমিটেড।[২]

---

১) ১৯৬৪ (৬) এস.সি.সি. ৬৫১।

২) ১৯৯১ (১) এস.সি.সি. ৪৯২।

৩)২০১৬(১৬) এসসিসি ৮১৮

৩. অ্যাফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড।[৩]

৪. কনসোর্টিয়াম অফ টিটাগড় ফায়ারমা অ্যাডলার বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএমআরসিএল)।[৪]

৫. মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, উজ্জয়েন এবং অন্যান্যরা বনাম বিভিজি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য।[৫]

এবং এই আদালতের রায়, দ্য সিল্পি কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টরস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি মামলায়।[৬]

২৫. অন্যদিকে, চতুর্থ উত্তরাদাতা/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. বসন্ত বলেন যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই। তিনি দাখিল করেন যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়ারাঙ্গাল, তার ৩০.০৫.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে ১০১.৫০ কিলোমিটার দূরত্ব দেখিয়েছেন এবং একই সাথে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, বিকল্প পথ থেকে পরিমাপ করে ৯৯.৯০ কিলোমিটার দূরত্বও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও দাখিল করেন যে প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়ে ভুল করেছেন, যিনি সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নন। যখন দেখা যায় যে, আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা প্রাথমিক শংসাপত্র অনুসারে, যা ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব দেখায়, তখন হয় ৩০.০৫.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে বিকল্প পথ থেকে পরিমাপ করা দূরত্ব অথবা প্রধান প্রকৌশলীর অন্য প্রতিবেদন, যা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তার উপর নির্ভর করার কোনো কারণ বা ন্যায্যতা নেই।

২৬. অবশেষে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. বসন্ত দাখিল করেন যে ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা এই আপিলে বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই।

২৭. তার যুক্তির সমর্থনে, প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর. বসন্ত নিম্নলিখিত রায়গুলির উপরও নির্ভর করেছেন:

১. পোদ্দার স্টিল কর্পোরেশন বনাম গণেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস[৭]।

---

৫) ২০১৮ (৫) এস.সি.সি.

৬) ২০১৯ সালের এস.এল.পি. (সি) নং ১৩৮০২-১৩৮০৫ ২১.০৬.২০১৯ তারিখে নির্ধারিত।

৭) (১৯৯১) ৩ এস.সি.সি. ২৭৩।

২৯. বিএসএন জোশি ও সনস লিমিটেড বনাম এনমায়ার কোল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা।[৮]

৩০.বকশি সিকিউরিটি অ্যান্ড পার্সোনেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম দেবকিশন কম্পিউটেড প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা।[৯]

৩১.সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম এসএলএল-এসএমএল এবং অন্যান্যরা।[১০]

এছাড়াও, তিনি নিম্নলিখিত রায়গুলির উপরও নির্ভর করেছেন:

৩২.প্রীতম সিং বনাম রাষ্ট্র।[১১]

৩৩.পেনু বালাকৃষ্ণ আইয়ার এবং অন্যান্যরা বনাম আরিয়া এম. রামাস্বামী আইয়ার এবং অন্যান্যরা।[১২]

৩৪.শেখ আলী হোসেন এবং অন্যান্যরা বনাম শেখ শওকত আলী এবং আরেকজন।[১৩]

যেখানে, ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের হস্তক্ষেপের পরিধি আলোচনা করা হয়েছে।

৩৫. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, আমরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশ এবং বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং নথিবদ্ধ অন্যান্য উপাদান মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করেছি।

৩৬. প্রশ্নযুক্ত কাজের সাথে সম্পর্কিত দরপত্রের শর্তাবলী পাঠে স্পষ্ট হয় যে দরদাতাদের ১০০-১২০ টিপিএইচ ক্ষমতার "ব্যাচ টাইপ হট মিক্স প্ল্যান্ট"-এর মালিকানার প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে এবং এই ধরনের প্ল্যান্ট কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে, যার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এই ধরনের প্ল্যান্টের মালিকানার প্রমাণস্বরূপ, দরদাতাদের সংশ্লিষ্ট আরঅ্যান্ডবি বিভাগের জেলা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে, যেখানে এই ধরনের প্ল্যান্ট অবস্থিত এবং আরঅ্যান্ডবি বিভাগের জেলা কর্মকর্তারা অবস্থান; কাজের শেষ প্রান্ত থেকে দূরত্ব; এবং এই ধরনের প্ল্যান্টের মালিকানা, যার জন্য দরদাতারা দরপত্র দিতে ইচ্ছুক, তার রুট ম্যাপ সহ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন করবেন। উপরোক্ত শর্ত থেকে স্পষ্ট, যা অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হবে, যে দরদাতার কাজের শেষ প্রান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি 'হট মিক্স প্ল্যান্ট'-এর মালিকানা থাকতে হবে। দরপত্রের শর্তাবলীর প্রকরন ২২.৬ অনুসারে, দরপত্রের

---

৮)(২০০৬)১১ এস.সি.সি. ৫৪৮।
৯)(২০১৬)৮ এস.সি.সি. ৪৪৬।
১০) (২০১৬)৮ এস.সি.সি. ৬২২।
১১)এ.আই.আর. ১৯৫০ এস.সি. ১৬৯।
১২)এ.আই.আর. ১৯৬৫ এস.সি. ১৯৫।
১৩)(২০০৮)৮ এস.সি.সি. ১৮০।

প্রথম অংশের মূল্যায়নের ফলাফল ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমে প্রকাশ করা হবে, যার পরে পাঁচ কার্যদিবসের সময় থাকবে, যার মধ্যে যেকোনো দরদাতা অভিযোগ জমা দিতে পারে, যা দরপত্রের দ্বিতীয় অংশ খোলার আগে বিবেচনা করা হবে। দরপত্র নথির উপরোক্ত প্রকরন থেকে স্পষ্ট, যদি কোনো দরদাতা অন্য দরদাতার উদ্‌ধৃত দূরত্ব নিয়ে আপত্তি করে, তবে সেই দরদাতার অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকে, যা দরপত্রের দ্বিতীয় অংশ খোলার আগে বিবেচনা করা হবে।একবার অভিযোগ দায়ের করা হলে, সেই অভিযোগ কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারিত নেই। বর্তমান মামলায়, নথিভুক্ত উপাদান থেকে স্পষ্ট যে, যখন চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক দরপত্রের প্রথম অংশের মূল্যায়নের পর একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়, তখন প্রথমত, ওয়ারাঙ্গালের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ৩০.০৫.২০১৮ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়, যাতে বলা হয় যে আপিলকারী কর্তৃক প্রদত্ত পথ অনুসারে দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং বিকল্প পথ থেকে পরিমাপ করলে তা ৯৯.৯০ কিলোমিটার হয়। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আপিলকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হল যে বিকল্প পথ থেকে দূরত্ব পরিমাপের জন্য তারা কোনো অনুরোধ করেনি। দূরত্বের তারতম্যের কারণে, তার পূর্ববর্তী প্রতিবেদন থেকে মনে হয়, প্রধান প্রকৌশলী করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে যাচাই করে প্রতিবেদন দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তার ০৪.০৭.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলীকে জানান যে তিনি 'ওডোমিটার' থেকে দূরত্ব পরিমাপ করেছেন এবং হট মিক্স প্ল্যান্ট এবং কাজের শেষ প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব ৯৮.১ কিলোমিটার ছিল। উক্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে, আপিলকারীর দরপত্র খোলা হয় এবং নথি থেকে স্পষ্ট যে আপিলকারী প্রশ্নযুক্ত কাজটি ৩১,৩১,৬৯,৪২৭.০৪ টাকায় সম্পাদনের প্রস্তাব করেছে যেখানে চতুর্থ উত্তরদাতা কাজটি সম্পাদনের জন্য ৩১,৫১,২৭,৮৬৫.৮২ টাকার প্রস্তাব করেছে। আপিলকারীর প্রস্তাব চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর উদ্‌ধৃত হারের চেয়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা কম।

৩০. বিজ্ঞ একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট বিদ্বেষ না থাকায়, রায় দিয়েছেন যে, স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার মাধ্যমে পুনঃযাচাই করানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলীর কোনো দোষ দেওয়া যায় না। উপরন্তু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে যে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের পরিধি শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, রিট পিটিশন খারিজ করেছেন।

৩১. বিতর্কিত আদেশ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশ শুধুমাত্র এই কারণে বাতিল করেছে যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পদ্ধতি অনুসারে নয়।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আরও রায় দিয়েছে যে প্রধান প্রকৌশলী তার অধিক্ষেত্রের বাইরে গিয়েছিলেন, যখন তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়েছিলেন।

৩২.হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক উপরে বর্ণিত এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমরা একমত নই। প্রথমত, এটা লক্ষ্য করা উচিত যে দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে আপিলকারীর একটি 'হট মিক্স প্ল্যান্ট'-এর মালিকানা নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। তার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হল যে উক্ত হট মিক্স প্ল্যান্টের অবস্থান শর্তানুসারে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যেই। এটা সত্য যে যখন চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক একটি অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন দেখা যায় যে একটি পথ থেকে দূরত্ব ১০১.৫০ কিলোমিটার এবং অন্য পথ থেকে ৯৯.৯০ কিলোমিটার। ওয়ারাঙ্গালের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক ৩০.০৫.২০১৮ তারিখে দাখিল করা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বিকল্প পথ থেকে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটারের কম।

৩৩. বিকল্প পথ থেকে দূরত্বের উল্লেখ করে প্রথম প্রতিবেদনে আমরা কিছুই ভুল পাইনি। প্রতিবেদনে এই ধরনের অসঙ্গতি থাকায়, প্রধান প্রকৌশলী আরও একজন স্বাধীন কর্তৃপক্ষ, করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন চেয়েছেন, যিনি পুনরায় যাচাইয়ের পর ০৪.০৭.২০১৮ তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে দূরত্ব মাত্র ৯৮.১ কিলোমিটার। আপিলকারীর প্ল্যান্ট ১০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য, দরপত্রের শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে, চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারী কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি এবং ৩০.০৫.২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধান প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছে পাঠিয়ে একজন স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুনরায় যাচাই করিয়েছেন। যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে, প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অর্থাৎ করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া ন্যায্য ছিল। দরপত্রের শর্তাবলীর ক্লজ ২২.৬ এর অধীনে কোনো দরদাতা কর্তৃক কোনো অভিযোগ দাখিল করা হলে যাচাইয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। ডিভিশন বেঞ্চ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে ভুল করেছে যে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া পদ্ধতি অনুসারে ছিল না।

৩৪. বিরোধের প্রকৃতি বিবেচনা করে, প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে সর্বদা একজন স্বাধীন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ করিমনগরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া সম্ভব ছিল। প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের পদ্ধতি ন্যায্য ছিল এবং এটিকে অবৈধ বা স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না। আপিলকারীর দ্বিতীয় অংশের দরপত্র খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এই ধরনের একটি প্রতিবেদন ভিত্তি তৈরি করে।

৩৫. টাটা সেলুলার বনাম ভারতীয় ইউনিয়নর[১] ক্ষেত্রে, সরকারি চুক্তি-দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ বিবেচনা করার সময়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে রাজ্যের সিদ্ধান্ত/পদক্ষেপ অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সুযোগটি কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সিদ্ধান্তের গুণাগুণ নয়। এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে আদালতগুলি চুক্তি এবং দরপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আপিল আদালত হিসাবে বসতে পারে না।

৩৬. এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকজন[৩] ক্ষেত্রে, এই আদালত হাইকোর্টে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিতে কোনও কুসংস্কার বা অযৌক্তিকতা বা বিকৃতি ছাড়াই চুক্তি ও দরপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে।

৩৭. টিটাগড় কনসোর্টিয়ামের ফায়ারমা অ্যাডলার বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের[৪] ক্ষেত্রে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ বিবেচনা করার সময়, চুক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যদি দৃষ্টিভঙ্গি স্বেচ্ছাচারী হয় বা দুর্বোধ্য বা গৃহীত পদ্ধতিটি কারও পক্ষে হয়।

৩৮. উপরন্তু, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, উজ্জয়িনী এবং আরেকজন[৫] বনাম বি. ভি. জি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[৫] ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ বিবেচনা করার সময়, চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, এটি বলা হয়েছে যে এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ তবে সিদ্ধান্ত নিজেই নয়, এটি বলা হয় যে উচ্চ আদালত দরপত্র মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার জন্য আপিল আদালত হিসাবে কাজ করতে পারে না এবং দরপত্রের রায় বাতিল করতে পারে না।

৩৯. উপরে উল্লিখিত সমস্ত রায় আপিলকারীর মামলাটিকে সমর্থন করে, যতটা আমরা মনে করি যে দরপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিটি ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত। কোনও নির্দিষ্ট দুর্বোধ্যতার অভাবে এবং দরপত্রের কোনও প্রয়োজনীয় শর্ত থেকে ছাড় দেওয়ার অভাবে, কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তৃত্বের মধ্যে কাজ করেছে, সুতরাং, এটিকে ছাড় বা দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

৪০. চতুর্থ উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বসন্ত পোদ্দার স্টিল কর্পোরেশন বনাম গণেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস[৭], বিএসএন জোশি ও সনস লিমিটেড বনাম এনমায়ার কোল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[৮], বকশি সিকিউরিটি অ্যান্ড পার্সোনেল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম দেবকিশন কম্পিউটেড প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[৯]; সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা বনাম এসএলএল-এসএমএল এবং অন্যান্যরা[১০] মামলাগুলির রায়ের উপর নির্ভর করে তার যুক্তির সমর্থনে বলেন যে দরপত্রের অপরিহার্য

শর্তাবলী কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত এবং আইনের অধীনে কোনো বিচ্যুতি অনুমোদিত নয়।

৪১. আমাদের মতে, উপরোক্ত রায়গুলির এই মামলার তথ্যের উপর কোনো প্রয়োগ নেই, কারণ এটি দরপত্রের কোনো শর্ত লঙ্ঘনের মামলা নয়। উপরন্তু, ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপের জন্য আপিলকারী কর্তৃক কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি বলে যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তির সমর্থনে প্রীতম সিং বনাম রাজ্য[১১]; পেনু বালাকৃষ্ণ আইয়ার এবং অন্যান্যরা বনাম আরিয়া এম. রামাস্বামী আইয়ার এবং অন্যান্যরা[১২]; শেখ আলী হোসেন এবং অন্যান্যরা বনাম শেখ শওকত আলী এবং আরেকজন[১৩] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৪২. একই বিষয়ে, এটা লক্ষ্য করা উচিত যে ভারতের সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা আইন মীমাংসার জন্য সংশোধনমূলক এখতিয়ার। উপরন্তু, এটা লক্ষ্য করা উচিত যে যখন হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক রায় দিয়েছেন যে প্রশ্নযুক্ত বিরোধের উপর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক পুনঃযাচাইয়ের প্রক্রিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ন্যায্য এবং গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেই আদেশ বাতিল করেছে, শুধুমাত্র এই কারণে যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, করিমনগরের কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে, যিনি পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী নন। অভিযোগ মোকাবিলার জন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতির অভাবে, এখতিয়ার সম্পন্ন কর্মকর্তাদের ব্যতীত অন্য স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে ন্যায্য ছিল। যেহেতু বিষয়টি আঞ্চলিক এখতিয়ারের কঠোর ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত নয়, তাই ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বদা স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়ার সুযোগ থাকে।

৪৩. উপরন্তু, ম্যানেজমেন্ট অফ নরেন্দ্র অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ওয়ার্কম্যান অফ নরেন্দ্র অ্যান্ড কোম্পানি[১৪] মামলায় আন্তঃ-আদালত আপিলের পরিধি বিবেচনা করার সময়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে আপিল বেঞ্চ যদি বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়কে ভ্রান্ত না মনে করে, তবে তা পরিবর্তন করবে না।

৪৪. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা এই আপিল মঞ্জুর করছি এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক রিট আপিল নম্বর ১৫৩/২০১৯-এ ১৩.০৩.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বাতিল করছি এবং রিট পিটিশন নম্বর ২৩৫০১/২০১৮-এ বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক ২৫.০২.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখছি। খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ নয়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

---

১৪) (২০১৬) ৩ এস.সি.সি.৩৪০

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar